গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য অধিদপ্তর
অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ শাখা

অভ্যন্তরীণ বোরো সংগ্রহ/ ২০২১ সফল করার লক্ষ্যে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণের সাথে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভার কার্যবিবরণীঃ

সভাপতি	শেখ মুজিবর রহমান মহাপরিচালক
সভার তারিখ	১৮.০৫.২১ খ্রি:, ১৯.০৫.২১ খ্রি:, ২০.০৫.২১ খ্রি: ও ২৩.০৫.২১ খ্রি:
সভার সময়	সকাল ১১.০০ ঘটিকা
স্থান	অনলাইন (জুম)
উপস্থিতি	...

সভার শুরুতে সভাপতি সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। চলতি বোরো সংগ্রহ, ২০২১ এর আওতায় বিনির্দেশসম্মত ধান ও চাল ক্রয় ত্বরান্বিত ও সফলকরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ০৬/০৫/২০২১ খ্রি: তারিখের ৯১নং স্মারকে জারিকৃত সংগ্রহ বিষয়ক ১৩টি নির্দেশনায় জুন/২১ এর মধ্যে সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রার ৭৫% অর্জনের কথা উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন জেলার ধান সংগ্রহ কার্যক্রমে শ্লথ গতি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে মাঠ পর্যায়ে একটি নির্দেশনামূলক পত্র প্রেরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বোরো/২১ মৌসুমে সংগ্রহ কার্যক্রম ত্বরান্বিত ও সফল করার বিষয়ে পরিকল্পনা তুলে ধরার জন্য অনুরোধ করেন।

আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রাজশাহী জানান রাজশাহী বিভাগের সংগ্রহ আশানুরূপ নয়। ঈদের ছুটি ও অন্যান্য ছুটির কারণে সংগ্রহ কিছুটা কম। আগামী সপ্তাহ থেকে সংগ্রহ কার্যক্রম আশানুরূপ হতে পারে। সার্বিক মনিটরিং অব্যাহত আছে। গুদামে স্থান সংকট দেখা দিলে ধানের খামাল গঠন হলেই ছাঁটাইয়ের অনুমতির জন্য অনুরোধ করেন।

জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, বগুড়া সংগ্রহ সফলের বিষয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তার জেলায় বস্তার মজুত কম রয়েছে বলে তিনি জানান। বস্তার সরবরাহ নিশ্চিত করতে পারলে সংগ্রহ কার্যক্রম ত্বরান্বিত হবে। বগুড়া জেলায় ধান-চাল সংগ্রহ কার্যক্রম চলমান আছে বলে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক অবহিত করেন।

জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, সিরাজগঞ্জ জানান বোরো/২০২১ সংগ্রহ কার্যক্রম আগামী সপ্তাহ থেকে পুরোদমে শুরু হতে পারে। ৯৯% চুক্তি হয়েছে। খুব শীঘ্রই আশানুরূপ পরিমাণ চাল গুদামে পাওয়া যাবে।

জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, নওগাঁ জানান তাঁর জেলায় বস্তার সমস্যা রয়েছে। বস্তার সমস্যা না থাকলে সংগ্রহ ত্বরান্বিত হবে।

জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, পাবনা বোরো/২১ সংগ্রহ কার্যক্রম সফল হওয়ার বিষয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও রাজশাহী জানান আবহাওয়াজনিত কারণ ও আর্দ্রতা সমস্যার কারণে ধান কেনায় একটু সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। ৯/০৫/২০২১ তারিখের মধ্যে জেলার সিদ্ধ চালের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে শতভাগ চুক্তি ও বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। শ্রমিক সংকট সপ্তাহের শেষে সমাধান হতে পারে। ফলে সংগ্রহ বেগবান হবে।

আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রংপুর জানান রংপুর বিভাগে বস্তার তেমন সমস্যা নেই। সান্তাহার সিএসডিতে ২০০০০

মে:টন গমের জায়গা লাগবে। পরিচালক, চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগকে এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেছেন। বোরো সংগ্রহ/২১ সফলের বিষয়ে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রংপুর আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, দিনাজপুর কোন উপজেলায় ধান সংগ্রহ শেষ হলে সেই উপজেলায় ধান সংগ্রহ চলমান রাখা যেতে পারে মর্মে অভিমত প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে ঐ উপজেলায় সংগৃহিত অতিরিক্ত ধান মহাপরিচালক মহোদয়কে সমন্বয় করার জন্য সবিনয়ে অনুরোধ করেন। এছাড়া তার জেলায় নিরাপত্তা প্রহরী, সহকারী উপখাদ্য পরিদর্শকের পদশূন্য রয়েছে। তার জেলায় প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ/পদায়ন করার অনুরোধ করেন।

জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঠাকুরগাঁও জানান তার জেলায় ৩৩% ধান কর্তন সম্পন্ন হয়েছে। আবহাওয়া অনুকূলে নেই। তাই ধান সংগ্রহ তেমন হচ্ছে না। জুন/২১ এর মধ্যে ৭৫% চাল কেনা সম্ভব। তার জেলার সিদ্ধ চালের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২৫% অচুক্তিকৃত। এ অচুক্তিকৃত পরিমাণ অটোমেটিক মিলে দেওয়ার প্রস্তাব করেন। ৩০ কেজি ধারণক্ষম বস্তার পরিমাণ কম আছে। ৩-৫ লাখ পিস বস্তা দ্রুত পেলে ভালো হয় বলে মন্তব্য করেন।

আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঢাকা তার বিভাগের সার্বিক সংগ্রহ চিত্র তুলে ধরেন। ধান-চাল সংগ্রহের গতি শীঘ্র বেগবান হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। সংগ্রহের বিষয়ে তিনি প্রতিনিয়ত পরিবীক্ষণ করছেন বলে জানান। ৫০ ও ৩০ কেজি বস্তার কিছুটা ঘাটতি রয়েছে। যত দ্রুত সম্ভব বস্তা সরবরাহ করতে অনুরোধ করেন।

জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, নারায়ণগঞ্জ ধানের খামাল গঠন হওয়ার পর ছাঁটাইয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনার বিষয়ে অনুরোধ করেন।

জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, টাঙ্গাইল ঈদের ছুটির জন্য শ্রমিক সংকট রয়েছে বলে জানান। বস্তার কিছুটা সংকট রয়েছে। অল্প কিছুর দিনের মধ্যে সংগ্রহ তার গতি পাবে বলে মন্তব্য করেন।

জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, কিশোরগঞ্জ জানান হাওড় অঞ্চলে গোডাউনের ধারণক্ষমতার চেয়ে ধানের লক্ষ্যমাত্রা অনেক বেশি। যা ধান সংগ্রহের বড় বাধা। তাই চলাচল সূচি বৃদ্ধি করতে হবে। তাছাড়া কৃষকের উৎপাদন ক্ষমতা বেশি কিন্তু কৃষক প্রতি ৩.০০ মে:টন ধানের বরাদ্দ চাহিদার তুলনায় অনেক কম। এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার কৃষক প্রতি ৬.০০ মে:টন ধান বরাদ্দ প্রদানের অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রদান করেছেন।

জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, মানিকগঞ্জ জানান যে, তার জেলায় গম বিক্রয়ের জন্য কৃষক নেই। গম সমর্পন করা যাবে কিনা তা জানতে চান।

আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ময়মনসিংহ জানান যে, ময়মনসিংহ জেলার খালিয়াজুরি খাদ্যগুদামের ধারণক্ষমতা অনুযায়ী ধান-চালের মজুত বেশী। তাই ধান কেনা সম্ভব হচ্ছে না। খালিয়াজুরি খাদ্যগুদামের ধান ছাঁটাইয়ের জন্য বরাদ্দ দেওয়া যাবে কিনা তা জানতে চান।

জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, শেরপুর জানান বস্তার ঘাটতি আছে। চলাচল সুচির মাধ্যমে বস্তা প্রেরণ করার বিষয়ে অনুরোধ করেন।

আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, খুলনা জানান যে, ঈদের ছুটির কারণে শ্রমিক সংকট রয়েছে। তাই ধান ক্রয় বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। শ্রমিক সংকট কেটে গেলে ধান ক্রয় কার্যক্রম ত্বরান্বিত হবে। বোরো/২১ সংগ্রহ মৌসুমে খুলনা বিভাগের লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জন হবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, বরিশাল জানান যে, বরিশাল বিভাগের গমের প্রদত্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে কোন গম সংগৃহীত হয়নি। এক্ষেত্রে গমের লক্ষ্যমাত্রা সমর্পন ও গম ক্রয় বাবদ অর্থ খাদ্য অধিদপ্তরে ফেরত প্রদানের কথা জানান। বরিশাল বিভাগে জনবল সংকট আছে। বিশেষ করে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের শূন্য পদগুলো দ্রুত পদায়নের জন্য অনুরোধ করেন।

আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, চট্টগ্রাম জানান যে, চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নোয়াখালী জেলায় ধান ছাঁটাইয়ের অনুমতি প্রয়োজন।

জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, সিলেট জানান যে, আতপ চালকল মালিকগণ ধান ছাঁটাই করতে ইচ্ছুক। বড় কৃষকদের ধানের মজুত অনেক। তারা ধার্যকৃত ৩.০০ মে:টন এর অধিক ধান গুদামে দিতে ইচ্ছুক।

পরিচালক, প্রশাসন বিভাগ জানান যে, প্রতিদিন প্রায় ১৭,৫০০ মে:টন চাল সংগ্রহ করতে পারলে পরিকল্পনা মোতাবেক চাল সংগ্রহ নিশ্চিত করা যাবে। চাল সংগ্রহে কোথায় সমস্যা হচ্ছে তা নিরূপণ করে সমস্যা সমাধানে ব্যবস্থা নিতে বলেন। ধান ছাঁটাইয়ের বিষয়ে সতর্ক থাকার কথা বলেন। ৫০ কেজি বস্তায় চাল সংগ্রহ বিষয়ে নভেম্বর/২০ মাসে জারিকৃত চিঠিটি কার্যকর। মন্ত্রণালয় থেকে জারিকৃত প্রণোদনার বিষয়ে আগ্রহী মিলের তালিকা আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণের কাছ থেকে নেয়া যেতে পারে।

পরিচালক, চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ জানান যে, ঠাকুরগাঁও এর গম সান্তাহার সাইলোতে চলাচলের বিষয়ে লক্ষ্যমাত্রা, মজুত ও খালি জায়গার ভিত্তিতে করা যেতে পারে। এছাড়া বিদেশ থেকে চাল আসবে তাই বুঝে-শুনে চলাচল সূচি করা হবে। বোনপাড়া এলএসডি থেকে মূলাডুলি সিএসডিতে চাল প্রেরণের বিষয়ে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রাজশাহী চলাচল সূচি জারি করতে পারে।

পরিচালক, হিসাব ও অর্থ বিভাগ জানান যে, ১৫ জুনের ভিতরে কিভাবে ধান সংগ্রহ সফল করা যায় তা নিয়ে ভাবতে হবে। ধান, চাল ও গম সংগ্রহের বিপরীতে মূল্য পরিশোধের ক্ষেত্রে অর্থ বরাদ্দের কোন ঘাটতি নেই। দ্রুত সংগ্রহ করতে পরামর্শ প্রদান করেন।

অতিরিক্ত পরিচালক, সংগ্রহ বিভাগ জানান যে, যে সকল জেলায়/বিভাগে গম সংগ্রহ হবে না তা দ্রুত সমর্পণ করা যেতে পারে। চাহিদার ভিত্তিতে তা অন্য বিভাগে বরাদ্দ প্রদান করা হবে। বস্তা সংকটের কারণে চাল সংগ্রহ ব্যাহত হলে খাদ্য অধিদপ্তর থেকে ইতোপূর্বে ৫০ কেজির পুরাতন বস্তায় চাল সংগ্রহের বিষয়ে জারিকৃত পত্রটি অনুসরন করার কথা বলেন। বস্তা সংকটের বিষয়ে জানান যে, ইতোমধ্যে ৫০ কেজি ও ৩০ কেজি ধারণক্ষম ২.০০+২.০০= ৪.০০ কোটি বস্তার টেন্ডারের বিপরীতে ১.৫০ কোটি বস্তার NoA দেয়া হয়েছে। বস্তা সরবরাহের জন্য কিছু প্রতিষ্ঠান চুক্তি সম্পাদনও করেছে। মাঠ পর্যায়ে কোন খাদ্যগুদামে জরুরি বস্তার চাহিদা থাকলে অধিদপ্তরের সাথে কথা বলার জন্য অনুরোধ করেন। দ্রুতই বস্তার সমস্যা কেটে যাবে।

পরিচালক, সংগ্রহ বিভাগ জানান যে, চলতি সংগ্রহ মৌসুমে খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ০৬/০৫/২০২১ খ্রি: তারিখের ৯১নং স্মারকে প্রদত্ত ১৩ দফা নির্দেশনা মোতাবেক সংগ্রহ সফল করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সংগ্রহ কার্যক্রম সফল করতে রোডম্যাপ অনুযায়ী পদক্ষেপ নিতে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণকে নির্দেশনা প্রদান করেন। ধান সংগ্রহ হতাশাজনক বলে তিনি মন্তব্য করেন। এ ব্যাপারে স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতা নিয়ে ধান সংগ্রহ ত্বরান্বিত করতে সংগ্রহ বিভাগ থেকে জারিকৃত ১৮/০৫/২০২১ খ্রি: তারিখের ৮৬ নং পত্র অনুসরনের পরামর্শ প্রদান করেন। যে সকল জেলায় ধান সংগ্রহ হবে না এমন জেলার নাম, ধানের বরাদ্দ এবং সমর্পণের পরিমাণসহ প্রস্তাবনা উপযুক্ত সময়ে খাদ্য অধিদপ্তরে প্রেরণ করতে হবে। কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। মাননীয় খাদ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মোতাবেক মিলারের নামে চাল বরাদ্দের তালিকা দ্রুত খাদ্য অধিদপ্তরে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করেন। অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতিমালা, ২০১৭ ও সংগ্রহ বিভাগ থেকে জারিকৃত নির্দেশনাসমূহ যথাযথ অনুসরণপূর্বক বিনির্দেশসম্মত ধান-চাল সংগ্রহ সফল করার জন্য সবাইকে পরামর্শ প্রদান করেন।

খাদ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক জানান যে, বিগত বোরো/২০ ও আমন/২০২০-২১ মৌসুমে কৃষক ধান মজুত রেখে পরবর্তীতে ভাল দাম পেয়েছে বিধায় এবারও ধান সংরক্ষণ করতে পারে, ফলে আশানুরূপ ধান-চাল সংগ্রহ নাও হতে পারে। রাজশাহী বিভাগের ৬টি খাদ্যগুদামে বিদেশ থেকে চাল আসবে সুতারাং সেখানে ধান সংগ্রহ যাতে কোন বাধাগ্রস্থ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করেন। সংগ্রহ মৌসুমে ভারপ্রাপ্ত

গুদাম কর্মকর্তাগণ গুদামে অপরিকল্পিতভাবে ধান রাখার ফলে অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ গুদাম পরিদর্শনকালে ব্যাঘাতের সৃষ্টি হয়। এ ব্যাপারে গুদাম কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য সকলকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। সাথে সাথে বিনির্দেশসম্মত ধান-চাল সংগ্রহের জন্য সবাইকে আহবান জানান।

সভার সভাপতি মহাপরিচালক বলেন যে, ধান ছাঁটাইয়ের অনুমতির বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রীর সম্মতি গ্রহণ করে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তবে যেসকল এলএসডিতে জায়গা সংকট আছে সেখান থেকে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের মাধ্যমে প্রস্তাবনা অধিদপ্তরে প্রেরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। ধান ক্রয়ে কোন শৈথিল্য প্রকাশ করা যাবে না। ০৯/০৫/২১ তারিখে যে সকল মিলার যে পরিমাণ চুক্তি করেছে সে পরিমাণ বরাদ্দ জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ প্রদান করেছেন কিনা তা জানতে চান। মিলারের অনুকূলে চালের বরাদ্দ সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে। বস্তার বিষয়ে ১৭/০৫/২০২১ খ্রি: তারিখে বস্তা সরবরাহকারীদের সাথে মতবিনিময় সভা করা হয়েছে। উপস্থিত সকল বস্তা সরবরাহকারী দ্রুততম সময়ে বস্তা সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। বস্তা নিয়ে কোন সমস্যা হবে না। চলতি বোরো সংগ্রহ/২০২১ সফল করতে উল্লেখযোগ্য কিছু উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণের সাথে জুম সভা আহবানের জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেছেন। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ১৯/০৫/২০২১ তারিখের ১০১নং স্মারকে এ মর্মে নির্দেশনা প্রদান করা হয় যে, প্রণোদনার বিষয়ে গত বোরো/২০ ও আমন/২০২০-২১ মৌসুমে যে সকল চুক্তিকৃত মিল মালিক আংশিক/সমূদয় চাল সবররাহ করেছে তাদেরকে চলতি বছর চুক্তিকৃত সমূদয় চাল পরিশোধ করার শর্তে আগামী ৩১/০৫/২০২১ তারিখের মধ্যে অচুক্তিকৃত চাল থেকে প্রণোদনা বরাদ্দ প্রদান করা যাবে বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে সংগ্রহ সফল করার জন্য সভাপতি বলেছেন। আতপ চাল সংগ্রহের বিষয়ে আরো তৎপর হওয়ার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।

বিস্তারিত আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়ঃ

১। যে সকল জেলায় গম সংগ্রহের সম্ভাবনা নেই তা আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কাছে সমর্পণ করবেন; আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক তা সংগ্রহপ্রবণ জেলায় আন্ত:জেলা সমন্বয় করবেন; সংগ্রহপ্রবণ কোন জেলা না পাওয়া গেলে অধিদপ্তরে সমর্পণ করবেন;

২। অধিদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ মাঠ পর্যায়ে সংগ্রহ কার্যক্রম পরিদর্শন করবেন; প্রশাসন বিভাগ এ বিষয়ে ভ্রমণসূচি জারি করবে;

৩। রংপুর ও রাজশাহী বিভাগে গম ক্রয়ের জন্য নতুন ৫০ কেজির বস্তা প্রেরণ করতে হবে;

৪। রোডম্যাপ অনুযায়ী জুন মাসের মধ্যে ৭৫% সংগ্রহ সফল করার নির্দেশনা রয়েছে বিধায় প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১৭,৫০০ মে:টন চাল সংগ্রহ করতে হবে এবং এ বিষয়ে আরো সচেষ্ট ও তৎপর হতে হবে;

৫। ধান ক্রয়ে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ শৈথিল্য প্রকাশ করলে সাথে সাথে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে একটি নির্দেশনামূলক পত্র প্রেরণ করতে হবে;

৬। গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য কিছু উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও ভারপ্রাপ্ত গুদাম কর্মকর্তার সাথে সংগ্রহ বিষয়ক দ্রুতই একটি জুম সভা আয়োজন করতে হবে;

৭। বস্তা সরবরাহের ক্ষেত্রে ৩১ মে, ১৫ জুন ও ৩০ জুন, ২০২১ এর মধ্যে যে সকল বস্তা সরবরাহকারী প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন সে সকল সরবরাহকারীর নিকট থেকে বস্তা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে;

৮। মাঠ পর্যায়ে সংগ্রহে কোন সমস্যা দেখা দিলে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে তাৎক্ষণিক যোগাযোগ করতে হবে;

৯। খাদ্যগুদামের প্রকৃত ধারণক্ষমতা ও মজুত তথ্য চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগে প্রেরণ করতে হবে;

১০। বরাদ্দ আদেশ প্রতিটি জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে;

১১। এ মুহূর্তে ধান ছাঁটাইয়ের কোন পূর্বানুমতি দেওয়া হবে না। গুদামের ধারণক্ষমতা, প্রদত্ত লক্ষ্যমাত্রা এবং স্থানাভাব

দেখা দিলে ধান ছাঁটাইয়ের প্রস্তাব খাদ্য অধিদপ্তরে প্রেরণ করতে হবে। সংগ্রহ বিভাগ এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

১২। গমের চলাচলসূচি জারির ক্ষেত্রে জেলার বিভিন্ন খাতে যেমন ওএমএস, ইপি, ওপি ইত্যাদি খাতের জন্য অন্তত: ৩ মাসের গম মজুত রেখে সূচি জারী করতে হবে;

১৩। মিল থেকে ফেরত ব্যবহৃত পুরাতন ৫০ কেজির বস্তায় চাল সংগ্রহ করা যাবে;

১৪। অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতিমালা, ২০১৭ এবং খাদ্য মন্ত্রণালয় ও সংগ্রহ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর থেকে জারিকৃত সংগ্রহ বিষয়ক নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক বিনির্দেশসম্মত ধান-চাল সংগ্রহ সফল করতে হবে;

১৫। প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬.০০ ঘটিকায় মধ্যে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তর থেকে সংগ্রহ প্রতিবেদন খাদ্য অধিদপ্তরের সংগ্রহ বিভাগ ও এমআইএসএন্ডএম বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। এ বিষয়ে কোন রকমের শৈথিল্য প্রদর্শন করা হলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

অত:পর সভাপতি চলতি বোরো সংগ্রহ/২০২১ সফল করার আহবান জানিয়ে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনপূর্বক সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

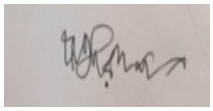

শেখ মুজিবর রহমান
মহাপরিচালক

স্মারক নম্বর: ১৩.০১.০০০০.০৯১.৪৫.৩২২.২১.১০০

তারিখ: ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮
০২ জুন ২০২১

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার
ক্রমানুসারে নয়) :

১) সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব), অতিরিক্ত মহাপরিচালকের দপ্তর, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩) পরিচালক (সকল), খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪) মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মন্ত্রীর দপ্তর, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। মাননীয় খাদ্যমন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য।
৫) সিনিয়র সহকারী সচিব , অভ্যন্তরীন সংগ্রহ শাখা, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬) আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক (সকল)
৭) জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, (সকল);
৮) সিস্টেম এনালিস্ট, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিট, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা। কার্যবিবরণীটি খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।

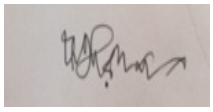

শেখ মুজিবর রহমান
মহাপরিচালক